দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 21 APR 2009
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৫

জঙ্গী দমনে সচেতন করতে হবে ইমাম খতীবদের

ধর্মকে বাদ দিয়ে শিক্ষানীতি মানা যায় না -বেফাক মহাসচিব

স্টাফ রিপোর্টার ঃ কোন জাতির উন্নতি ও অগ্রগতি নির্ভর করে সে জাতির শিক্ষা-সংস্কৃতির ওপর। সে জাতির ঐতিহ্যকে প্রতিষ্ঠিত করে তার শিক্ষা ও শিক্ষানীতি। এদেশের ৫৬ হাজার বর্গমাইলের প্রতিটি ধূলি-কণার সঙ্গে মিছে আছে দ্বীন-ধর্ম ও ইসলামের সোনালী ঐতিহ্য। সুতরাং এদেশের শিক্ষা ও শিক্ষানীতি অবশ্যই জনসাধারণের চাহিদামত ঐতিহ্য রক্ষার স্বার্থে প্রণীত হওয়া উচিত। তাই শিক্ষামন্ত্রীকে আন্তরিকভাবে বলবো এদেশের মাটি ও মানুষের স্বার্থে জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধর্ম ও প্রগতির সমন্বয়ে শিক্ষানীতি প্রণয়ন করুন। ধর্মকে বাদ দিয়ে শিক্ষানীতি প্রণীত হলে তা জাতি মেনে নেবে না। বেফাক মহাসচিব মাওলানা আব্দুল জব্বার এক বিবৃতিতে একথা বলেছেন। তিনি বলেন, আমরা কওমী মাদরাসা শিক্ষার মান উন্নয়ন চাই, পাশাপাশি দেশের স্কুল-কলেজের লাখ লাখ ছেলেমেয়েদের মধ্যেও ধর্ম শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার আহ্বান জানাই। প্রাইমারী স্কুলগুলোতে বিজ্ঞ ক্বারী নিয়োগ করে মুসলিম ছেলেমেয়েদের হৃদয়ে কুরআনের বীজ রোপণের ব্যবস্থা নিতে হবে। আধুনিক শিক্ষার পাশাপাশি যদি ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকতো, তাহলে দুর্নীতির এত সয়লাব হতো না। তাই সাধারণ শিক্ষা ও ধর্ম শিক্ষার সমন্বয়ে শিক্ষানীতি প্রণয়ন জরুরী।

ইমাম-খতীবদের প্রতি আহ্বান

বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া (কওমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড)-এর মহাসচিব মাওলানা আব্দুল জব্বার জঙ্গী প্রতিরোধে জনগণকে সচেতন করতে দেশের ইমাম-খতীবগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। গতকাল তার নিজস্ব কার্যালয়ে গুণীজনের সঙ্গে আলাপকালে এ আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ইমাম-খতীব ও মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষকদের জঙ্গী প্রতিরোধে জনগণকে সচেতন করতে হবে। তিনি সন্ত্রাস ও জঙ্গী দমন করতে সরকারকে সহযোগিতার কথা উল্লেখ করেন।